দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার ১৫ বৈশাখ ১৪১৯
২৮ এপ্রিল ২০১২

সাগরতলের মূল্যবান শৈবাল পাচার হচ্ছে মিয়ানমারে

বারেক কায়সার, চবি সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে 'সেমাই' নামক এক ধরনের মূল্যবান সামুদ্রিক শৈবাল। সেন্টমার্টিন থেকে শুরু করে পুরো সমুদ্রে ছড়িয়ে আছে এই শৈবাল। আন্তর্জাতিক বাজারে এর রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। প্রতি মণ প্রায় হাজার ডলার দরে এগুলো বেচাকেনা হয়। সমুদ্রের নিচের এই মূল্যবান সম্পদ জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ব্রাজিল, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করা সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বে এই 'সেমাই' বা বিশেষ শৈবালের সম্ভার ১০ মিলিয়ন টন। আর চাহিদা রয়েছে এরচেয়েও প্রায় পাঁচগুণ বেশি। কিন্তু বঙ্গোপসাগর কয়েক হাজার টন শৈবালের আধার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই বাজারে প্রবেশই করতে পারেনি। বরং বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের একশ্রেণীর দালাল নামমাত্র মূল্যে এই শৈবাল সংগ্রহ করে নিজেদের দেশে পাচার এবং পরে তা আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে।

ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) বাংলাদেশের অধীনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফরের এক গবেষণায় উঠে এসেছে অপার সম্ভাবনার এ তথ্য। সেমাই নামে পরিচিত দ্রুতবর্ধনশীল প্রজাতির এই শৈবাল (যা কিছু ক্ষেত্রে কুমারীর চুল নামেও পরিচিত) যে কোনো শক্ত বস্তুর ওপর জন্মে। সাধারণত প্রবাল, পাথর, রশি, বাঁশ এবং এমনকি অন্য শৈবালের ওপরও জন্মে এগুলো।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সামুদ্রিক শৈবাল সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন এ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধি গুণসম্পন্নও। এতে বিদ্যমান ক্যারাজিনান মানবদেহে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। ডায়রিয়া কমানোসহ টিউমার বৃদ্ধিরোধ এবং প্রতিরোধ গুণও এতে বিদ্যমান।

গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের সেন্টমার্টিন দ্বীপের উপকূলীয় জলরাশিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রবাল ও শৈবালের বিস্তার। সব মিলিয়ে এখানে আছে ৬৮ প্রজাতির প্রবাল, ১৯১ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক, ১০ প্রজাতির কাঁকড়া, ২৩৪ প্রজাতির মাছ ও ১৫৩ প্রজাতির শৈবাল।

'কিন্তু দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষত সেন্টমার্টিন দ্বীপে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের তেমন কোনো ধারণাই নেই। কারণ তাদের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দিতে সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানান গবেষক ড. মোহাম্মদ জাফর।

ড. জাফর জানান, সেন্টমার্টিন দ্বীপবাসী জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী জায়গাগুলো থেকে সামুদ্রিক এই শৈবাল সংগ্রহ করে। সেগুলো একশ্রেণীর দালালের মাধ্যমে মণপ্রতি মাত্র ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে মিয়ানমারের অপর দালালদের কাছে বিক্রি করছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে শৈবাল সম্পর্কে সাধারণ জনগণ এখনো কিছুই জানে না। এটি একটি নতুন ধারণা। এ বিষয়ে যথাযথ সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নিলে এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।